গাংনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গৃহবধু নিহত

মেহেরপুরের গাংনীতে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের ধাক্কায় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গৃহবধু খাইরুন (৪০) নিহত হয়েছেন। একই সময় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী আসিফ(২১)।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গৃহবধু খাইরুন উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, ওই গৃহবধু বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় মোটরসাইকেল চালক আসিফ দ্রুতবেগে গাংনীতে আসার সময় সজোরে ধাক্কা দেয়। দুজনই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা দুজনকে চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক খাইরুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, মোটরসাইকেল চালক আসিফের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ পাওয়া গেলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এবার সবুজ শ্যামলে ভরে উঠবে কালাচাঁদপুর জেয়ালা বিলের দুপাড়ে

এবার সবুজে শ্যামলে ভরে উঠবে কালাচাঁদপুর জেয়ালার বিলের দুপাড়ে ষ্ট্রিপ বাগানে। শুধু বনজ নয় এখানে মানুষ খুজে পাবে তাদের কাঙিখত

বিভিন্ন ওষধি ও বিভিন্ন ফলের গাছ।সবুজই প্রাণের স্পন্দন। বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। সবুজ মানেই প্রকৃতি। প্রকৃতি মানেই প্রাণ। প্রকৃতি না থাকলে মানুষ থাকবে না। এই উপলব্ধি নিয়ে মেহেরপুর বন বিভাগের উদ্যোগে মেহেরপুর শহরের কালাচাঁদপুর জেয়ালার বিলের দুপাড়ে ষ্ট্রিপ বাগান সৃজনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুর সামাজিক বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফর উল্লাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাহিনুর রমান রিটন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বন কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান মিশু। উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও বনবিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর শহরের জেয়ালা পাড়ের দু’পাশে বিভিন্ন প্রজাতীর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের প্রায় ২০০০ চারা লাগানো হয়।

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নে পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসডিজি ইউনিয়ন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রত্যাশা ভিত্তিক জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা কর্মশালা গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগীতায় ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ এ আয়োজন করে।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, ইউ,পি সচিব মোঃ মতিয়ার রহমন,ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আজিজুল হক,ধানখোলা ইউনিয়ন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলামসহ ইউপি সদস্য, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গ্রামের গন্যমান্য ব্যাক্তি প্রমুখ।

দিনব্যাপি আয়োজিত পরিকল্পনা কর্মশালা পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর প্রশিক্ষন বিভাগের প্রশিক্ষক সুখময় পাল।

পরিকল্পনা কর্মশালায় এসডিজি স্থানীয়করণে পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে স্থানীয় সম্পদ ও নেতৃত্ব, এবং সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার করে ইউনিয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনা শেষে ইউপি সদস্য ও পেনেল চেয়ারম্যান -২ মোঃ আবু সাইদ টোকনে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গাংনীতে জামাইয়ের রডের আঘাতে ভাঙল শশুরের হাত

স্ত্রীকে না পেয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে শশুরের হাত ভাঙলেন জামায়। আহত শশুর মোহন আলী (৪৫) গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মোহন আলী বলেন, আমার মেয়ে শাপলা খাতুনের সাথে সহড়াতলা গরীবপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে রাজন প্রেমের সম্পর্ক ধরে ৪ বছর পূর্বে

জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে তার উপর অকথ্য নির্যাতন করে আসছে রাজন। বর্তমানে তার একটি ছেলে হয়েছে। নির্যাতন সইতে না পেরে মেয়ে আমার বাড়িতে চলে এসেছে।

আজ বুধবার সকালের দিকে রাজন আমার বাড়িতে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এসময় তাকে নিষেধ করলে রড দিয়ে আমার উপর হামলা করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক আদিলা আজহার বলেন, আহতের বাম হাত ভেঙ্গে যায়। হাসাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দামুড়হুদায় সাংবাদিক লাঞ্চিত ও নির্যাতনের ঘটনায় কলম বিরতির হুশিয়ারী

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের বিরুদ্ধে সাংবাদিক শামীম রেজাকে লাঞ্চিত ও অবরুদ্ধ করে নির্যাতনের ঘটনায় অনিদৃষ্ট কালের জন্য কলম বিরতির হুশিয়ারি দিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা।

আজ বুধবার সকালে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিঅনুযায়ী সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির নেতারা এ হুশিয়ারি দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরালের সামনে পূর্বঘোষিত কর্মসূচিতে অভিযুক্ত দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনিরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অপসারণের দাবী করে আগামী একসপ্তাহর সময় বেধে দিয়ে অনিদৃষ্ট কালের কলম বিরতির হুশিয়ারি দেন সাংবাদিক নির্যাতন আন্দোলন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক এম নুরুন্নবী ও যুগ্ন আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ, চঞ্চল মেহমুদ, মোজাম্মেল শিশির, শমশের আলী, মিরাজুল ইসলাম মিরাজ,

শামীম রেজা, মোস্তাফিজ কচি, জাহাঙ্গীর আলম, মেহেদী হাসান মিলন । আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রকিবুল হাসান তোতা, বিল্লাল হোসেন, আরিফুল ইসলাম মিলন, হাতেম আলী প্রমুখ।

কর্মসূচিতে সাংবাদিক নেতারা বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা না হলে পরবর্তীতে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সকল প্রকার সংবাদ বর্জন করা হবে।

ইতোমধ্যে ওই কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ তদন্ত শেষ করেছেন।

অবৈধ উপায়ে জমি দখল ও মিথ্যা সংবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিজেদের ক্রয়কৃত জমি থেকে জোর পূর্বক উচ্ছেদ, প্রাণ নাশের হুমকি ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী এক পরিবার। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর পাঠাগার মিলায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

এসময় লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন, পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের মৃত তোফাজ্জেল দফাদারের ছেলে আয়নদ্দিন।তিনি বলেন বিগত ১৯৯৩ সালে আমি প্রতিবেশী আব্দুর রশিদের কাছ থেকে ৫ শতক জমি ক্রয় করি। যার মৌজা
– কাশীপুর, খতিয়ান নম্বর- ২৭১, সাবেক দাগ নম্বর -৭৭৬৪,বর্তমান দাগ নম্বর ১০০৯,জমি ক্রয়কৃত দলিল নম্বর – ১০২০,রেজিস্ট্রি তাং- ২৮-০৪-১৯৯৩।

বর্তমানে ওই জমির উপর আমার বসত ভিটা রয়েছে। এরমধ্যে ২০১০ সালের দিকে তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে কোরবান আলী ওই ক্রয়কৃত জমি তাদের বলে দাবি করে এবং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে বলে। সে সময় (আরএস)

মাঠ পর্চায় তার পিতার নাম রয়েছে বলে দাবি করে। পরে খোঁজ খবর নিয়ে আমি জানতে পারি অন্যান্য দলিলাদি না থাকলেও জালিয়াতির মাধ্যমে উল্লেখিত দাগের ৫ শতক ও পাশের সড়ক ও জনপদের ১২শতক জমি রেকর্ড করে নিয়েছে তারা। শেষ পর্যন্ত উপায় না পেয়ে ২৪-০২-২০১০ সালে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ঝিনাইদহ বিজ্ঞ জজআদালতে মামলা থাকা স্বত্তেও তৈয়জ উদ্দিনের ছেলে যুবলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে ভয় -ভীতি প্রদর্শন ছাড়াও আমাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্চিত করেছে।

ইতি মধ্যেই ওই জমি থেকে জোর করে কিছু দামি গাছ কেটে নিয়ে গেছে যুবলীগ নামধারী ওই কুরবান আলী। আমার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেছে। আমি এর তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভাই মঈন উদ্দিন,আলতাফ হোসেন, স্ত্রী লিপি খাতুন, আইন উদ্দিনের স্ত্রী মুসলিমা খাতুন।

আদালত চত্বরে ধূমপান, একজনের জরিমানা

তিন ধুমপায়ি বিড়ির নেশা থামাতে না পেরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলার করিডোরেই শুরু করেন ধূমপান।

ঘটনাটি চোখ এড়াতে পারেনি মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর। নজরে আসার সাথে সাথে তিনি কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেন ওই তিন ধুমপায়িকে আটকের জন্য।

কোর্ট পুলিশ ধুমপায়িদের আটক করে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর আদালতে উপস্থাপন করেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামিরা স্বেচ্ছায় তাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ায় মামলাটি নিষ্পত্তি করেন।

বয়স বিবেচনায় আদালত দুইজন আসামিকে দন্ড প্রদান করলেও সতর্ক করে

দন্ড স্থগিত করেন। এছাড়া একজনকে ২০০ টাকা জরিমানা করেন।

ওই আসামি চালানযোগে জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে মুক্ত হন।

গাংনীতে শিক্ষার্থী নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় সহকারী শিক্ষককে পেটালেন প্রধান শিক্ষক

গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় মিরাজ শরিফ নামের এক সহকারি শিক্ষককে পিটিয়ে জখম করেছে প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান। এমন অভিযোগ করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত শিক্ষক মিরাজ শরিফ। আহত শিক্ষক গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত নজিবর রহমানের ছেলে।

আজ বুধবার বেলা ১১ টার সময় বিদ্যালয় মাঠে এমন ঘটনা ঘটে। ঘটনা তদন্তে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে বিভাগীয় শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে জানান উপজেলা শিক্ষা অফিসার।

জানাগেছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর গণিত ক্লাসে যান প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান। ক্লাসে অংক না পারায় শিক্ষার্থী রাজ,রাসেল সহ বেশ কয়েকজনকে ডাস্টার দিয়ে মাথায় আঘাত করে আহত করে। এমন ঘটনা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানতে পেরে বিদ্যালয়ে ছুটে আসেন। সে সময় প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে না পেয়ে সহকারি শিক্ষকদের কাছে নালিশ করেন অভিভাবকরা। পরে সহকারি শিক্ষকরা আহত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়ি পাঠান এবং অভিভাকদের শান্ত করেন।

এঘটনার সুত্র ধরে আজ বুধবার সকালে মিরাজ শরিফ বিদ্যালয়ে আসলে প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান রাগান্বিত হয়ে তাদের আত্নীয়

স্বজনদের খবর দিয়ে বিদ্যালয়ে ডেকে আনেন। হাবিবুর রহমান,তার ভাই জমজম ও ভাগ্নে পিপুল বিদ্যালয়ে ছুটে এসে মিরাজ শরিফের ওপর হামলা করে এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। অন্যান্য শিক্ষক ও স্থানীয়রা মিরাজ শরিফকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেণ।

মিরাজ শরিফ জানান, প্রধান শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভায়ভীতি দেখায় এবং এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। যার ফলে শিক্ষার্থীরো স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। আমরা অনেক কষ্ট করে হোম ভিজিটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে প্রধান শিক্ষক আমাদের ওপর রাগান্বিত হন এবং মারমুখি আচরণ করেন। এমন পুর্বেকার আক্রোশের কারনেই আজকে সকালে আমাকে পিটিয়ে আহত করেছে। আমি এর সুষ্ঠ্য বিচার দাবী করেছি।

বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আব্দুর রশিদ জানান, একজন প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। তিনি যা করবেন তার মধ্যে আমাদের সম্মান অক্ষুন্য রেখে এবং শালিনতা বজায় রেখে করবেন। সহকারি শিক্ষক মিরাজ শরিফকে আজ লাঞ্চিত করেছেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন আমরা এমন ঘটনার তিব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায়। এবিষয়ে শিক্ষা অফিসকে জানানো হয়েছে। অফিসিয়াল ভাবে এর সুষ্ঠ বিচার দাবী করেন তিনি।

এবিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান জানান,আমি শিক্ষক হলেও রক্তে মাংসে গড়া একটি মানুষ। আমাকে সমস্ত শিক্ষকরা মিলে বিভিন্ন সময় হেয় পতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আমি বিদ্যলয় থেকে বদলি নিতে চেয়ে শিক্ষা অফিসে দরখাস্ত করেছি। আজকে আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গেলে একটি অনাকাংখিত ঘটনা ঘটেছে। তবে কোন শিক্ষার্থীদের মারধর করিনি । আমার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষার্থীর অভিযোগ নেই। অভিভাবকরা যদি আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করতে পারেন তবে আমি স্বেচ্ছায় বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাব।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাজাহান রেজা জানান, আহত শিক্ষক মিরাজ শরিফ আভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি করে দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে জেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হবে। তিনিই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।

মেহেরপুর পিপি পল্লব ভট্টাচার্যের মাতার পরলোকগমণ

মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য ও জজকোর্টের আইনজীবি প্রলয় ভট্টাচার্য়ের মা নীরা ভট্টচার্য পরলোকগমণ করেছেন।

আজ বুধবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯ টা ১০ মিনিটের সময় বার্ধক্যজনিত কারনে নিজ বাড়ি মেহেরপুর শহরের শহীদ আরজ সড়ক হোটেল বাজারে মারা যান তিনি। পরলোকগমন কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

নীরা ভট্টাচার্যে ২ ছেলে ও ৪ মেয়েসহ আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছেন।

মেহেরপুর বামনপাড়া পৌর শ্বশানে শেষকৃত্য করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবারের পক্ষ থেকে। তবে শেষকৃত্যের জন্য এখনও সময় নির্ধারণ করা হয়নি।

নীরা ভট্টাচার্য প্রয়াত অ্যাডভোকেট প্রভাস ভট্টাচার্যের স্ত্রী।

মুজিবনগরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফী আইনে মামলা

তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পূর্বের বিশেষ মূহূর্তের ছবি পোষ্ট করে ব্লাক মেইল করার অপরাধে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পর্ণগ্রাফি আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাবেক স্ত্রী সোনিয়া খাতুন।

পর্ণগ্রাফি আইনের ৮(১), ৮ (২) ও ৮(৩) ধারায় অভিযোগ এনে মুজিবনগর থানায় মামলাটি করেন তিনি। যার মামলার নং ৩, তারিখ ০৫/০৯/২০২২ ইং।

আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

মামলার আসামী করা হয়েছে সোনিয়ার সাবেক স্বামী চুয়াডাঙ্গা জেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে নাইম হাসানকে।

মামলার বাদী মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের আছান আলীর মেয়ে সোনীয়া খাতুন বলেন, নাইম হাসানের সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই আমার উপর নির্যাতন সহ নানা ধরনের জালা যন্ত্রণা দেওয়ায় তার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ের পরের বিশেষ মূহূর্তের ছবি সে ধারন করে রাথে।সেই ছবি এখন আমার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে ব্লাকমেইল করছে। এঘটনায় বিচার দাবী করে এই মামলাটি দায়ের করেছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। এখন আসামি ধরে তাকে আইনের আওতায় আনার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।